মোহনবাগানে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব হঠাৎই প্রকাশ্যে

অঞ্জনের উপর চাপ বাড়িয়ে পদত্যাগ দেবাশিস-সৃঞ্জয়ের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১২ মার্চ ঃ মোহনবাগানের যাবতীয় পদ থেকে সরে দাঁড়ালেন সহসচিব সৃঞ্জয় বসু এবং অর্থসচিব দেবাশিস দত্ত। ২০১৭-র সেপ্টেম্বরে তৈরি হওয়া কোম্পানি মোহনবাগান ইন্ডিয়া ফুটবল টিম প্রাইভেট লিমিটেড এবং পুরোনো কোম্পানি ইউনাইটেড মোহনবাগান ফুটবল টিম প্রাইভেট লিমিটেডের ডিরেক্টরের পদ থেকেও দুজনেই সরে দাঁড়ালেন। তাঁদের এই পদত্যাগের পরে এতদিন আড়ালে থাকলেও মোহনবাগানের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব সরাসরি প্রকাশ্যে এসে পড়ল এবার। দুই কর্তাই সরাসরি এর জন্য দায়ী করে গেলেন ক্লাবসচিব অঞ্জন মিত্রকে। একইসঙ্গে জানিয়ে গেলেন, গত চার বছর ধরে ক্লাবের অন্দরে তাঁরা ক্রমাগত অসহযোগিতার সম্মুখীন হয়েছেন এবং তার জন্য ক্লাবের কাজকর্মেও বিঘ্ন ঘটছে। তাঁরা মানসিকভাবেই আর সবকিছু মেনে নিতে পারছেন না বলেই পদত্যাগের সিদ্ধান্ত নিলেন। যার অর্থ তাঁরা কিন্তু ঘুরিয়ে চাপ বাড়ালেন অঞ্জন মিত্রর উপর।

এদিন, হঠাৎই সকালের দিকে সৃঞ্জয় বসুর তরফে সংবাদমাধ্যমে মেল করে জানানো হয়, তিনি এবং দেবাশিস দত্ত একটি সাংবাদিক সম্মেলন ডাকছেন, কিন্তু তা মোহনবাগানের বদলে হবে ক্রীড়া সাংবাদিক ক্লাবের তাঁবুতে। তখনই সন্দেহ দানা বাঁধতে থাকে যে তাঁরা এমন কিছু সিদ্ধান্ত নিতে চলেছেন যা তাঁদের পক্ষে ক্লাবে বলা সম্ভব নয়। এরপর দুপুর তিনটে নাগাদ দুই কর্তার তরফে দেবাশিস দত্ত জানান, 'আমরা দুজনেই ক্লাবের যাবতীয় পদ থেকে সরে দাঁড়াচ্ছি। আমরা এই সিদ্ধান্ত নিয়েছি শনিবারই। কিন্তু তা জানাইনি কারণ, ক্লাবের সুপার কাপের জন্য কিছু কিছু বিষয় ঠিক করার ব্যাপার ছিল। সেটা শংকরলাল চক্রবর্তীর সঙ্গে বসে ঠিক করার পরেই এদিন আমরা পদত্যাগপত্র জমা দিই। এবং ক্লাবের অফিস থেকে সেই চিঠি রিসিভ করেও নেওয়া হয়েছে। আমাদের এই সিদ্ধান্ত হঠাৎ করে নেওয়া নয়। ক্রমাগত ক্লাবের অন্দরে গত ৪ বছর ধরে অসহযোগিতার সম্মুখীন হয়েই আমরা এরকম সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হলাম। গত চার বছর ধরে বারবার বলা সত্ত্বেও কোনো বোর্ড অফ ডিরেক্টর্সের সভা ডাকা হচ্ছে না। যার ফলে বেশকিছু কাজ যা দলের জন্যই করা দরকার তা আমরা করতে পারছি না। যেদিন সঞ্জয় সেন পদত্যাগ করে চলে যান পরিস্থিতি সেদিনই তৈরি হয়েছিল। কিন্তু দলকে জলে ফেলে চলে যেতে চাইনি। কারণ, সবশেষে আমরাও কিন্তু মোহনবাগান সমর্থক। সেই ভয়ংকর খারাপ জায়গা থেকে দল আই লিগে তিন নম্বরে শেষ করেছে। তারপর আমরা এই দু-তিনদিনে সুপার কাপের জন্য ২৫ জনের দল তৈরি করে ফেলতে পেরেছি। সুপার কাপের নিয়মানুযায়ী এশীয় কোটার বিদেশির প্রয়োজন নেই। তাই বিমল মাগারকে ছেড়ে দিয়ে কোচ শংকরলালের পছন্দের একজন বিদেশি স্টপার নেওয়ার ব্যাপারটা নিশ্চিত করি। এরপর আমরা দেখলাম এখন যদি দায়িত্ব না ছাড়ি তাহলে যিনি বা যাঁরা ফুটবল দলের দায়িত্ব নেবেন তাঁরা আগামী মরশুমের দলগঠনের সময় পাবেন না। তাই এটাই সঠিক সময় বলে এদিনই পদত্যাগ করলাম।' সৃঞ্জয় বসু সরাসরি সচিবকে তোপ দেগে বলেন, 'সঞ্জয় সেন ছেড়ে চলে যাওয়ার সময়ে সচিব বলেছিলেন, তিনি থাকলে এরকম ঘটনা ঘটত না। তাঁকে বিনীতভাবে জানাতে চাই, আমাদের সঙ্গে সঞ্জয়দার ব্যক্তিগত সম্পর্ক খুবই ভালো। আমার ছেলের বোর্ডের পরীক্ষা শুরু হয়েছে কদিন আগেই, উনি ফোন করে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। আমরা এসবই ক্লাবের কার্যকরী কমিটির সামনে তুলে ধরে ওনার বিরুদ্ধে বলতে পারতাম। কিন্তু সেটা করছি না কারণ এরকম শিক্ষা আমি পাইনি। এখনও ওনাকে আমি অঞ্জনকাকু বলে থাকি। তাই বিরোধিতা করার থেকে সরে যাওয়াই সঠিক বলে মনে করেছি।' প্রসঙ্গত, নতুন তৈরি হওয়া মোহনবাগানের কোম্পানিতে যে চারজন ডিরেক্টর ছিলেন তার মধ্যে সভাপতি টুটু বসু আগেই পদত্যাগ করেছেন। এবার দেবাশিস-সৃঞ্জয়ও সরে দাঁড়ানোয় কোম্পানির অস্তিত্বই সংকটে পড়ে গেল।

এই ঘটনার পরে এদিন ক্লাবে আসার কথা থাকলেও হঠাৎই তা স্থগিত করেন সচিব অঞ্জন মিত্র। শুধু জানান, 'আমি সবে চিঠি পেয়েছি। সবার সঙ্গে আলোচনা করার পরেই এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেব।' যা পরিস্থিতি তাতে ক্লাবের আর্থিক সমস্যার সমাধান মোটামুটিভাবে গত দু-বছর ধরে দেবাশিস-সৃঞ্জয়ই করার চেষ্টা করে যাচ্ছেন। তাঁরাই কোনোক্রমে গোটা চারেক কোম্পানিকে স্পনসর হিসেবে নিয়ে এসেছেন। এই দুই কর্তা না থাকলে যাদের চলে যাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। শুধু তাই নয়, কার্যকরী কমিটির সভায় এখন অঞ্জন অনুগামীর সংখ্যা হাতে গোনা। ফলে সেখানেও কিন্তু প্রবল সমালোচনা এবং প্রশ্নের সম্মুখীন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে ক্লাবসচিবের। নিয়মানুযায়ী নভেম্বরের মধ্যে নির্বাচন হওয়ার কথা ছিল। যার অর্থ, এপ্রিলের মধ্যে নির্বাচন করতেই হবে অঞ্জন মিত্রদের। দেবাশিস-সৃঞ্জয়রা কিন্তু সেই নির্বাচনেও বিরোধিতার হাওয়া তুলে দিলেন। এখন দেখার, এই দুজনকে ফের নিয়ে আসার পথে অঞ্জন গোষ্ঠী হাঁটেন, নাকি নির্বাচনে নতুন সমীকরণ তৈরি হয় মোহনবাগানে।

মোহনবাগানের সব পদ থেকে সরে দাঁড়ালেন অর্থসচিব দেবাশিস দত্ত (বাঁয়ে) ও সহসচিব সৃঞ্জয় বসু।

বোলিংয়ের মতো সমানে চলল মুখও। মিচেল মার্শকে আউট করে রাবাদা।

রাবাদার দাপটে সমতা ফেরাল দক্ষিণ আফ্রিকা

পোর্ট এলিজাবেথ, ১২ মার্চ ঃ চার টেস্টের সিরিজে দারুণভাবে ফিরে এল দক্ষিণ আফ্রিকা। ঘরের মাঠে অসিদের কাছে প্রথম টেস্টে হারের পরে দ্বিতীয় ম্যাচে ৬ উইকেটে জয়ে ফিরল তারা। দ্বিতীয় টেস্ট জিতে সিরিজে সমতা ফেরাল প্রোটিয়ারা। সিরিজের ফল আপাতত ১-১। দক্ষিণ আফ্রিকার যে জয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিলেন এবি ডিভিলিয়ার্স ও কাগিসো রাবাদা। অসিদের প্রথম ইনিংসে পাঁচ ব্যাটসম্যানকে ফেরানোর পরে দ্বিতীয় ইনিংসে ছয়টি উইকেট নিলেন টেস্ট ক্রিকেটে বর্তমান এক নম্বর বোলার রাবাদা। মূলত ম্যাচের চতুর্থ দিনে তাঁর আগুনে পেসের সুবাদেই কাজের কাজটা করে ফেলেছিল প্রোটিয়ারা। ব্যাট হাতে বাকিটা ভালোভাবেই সামলে দিলেন এবিরা। পোর্ট এলিজাবেথে চতুর্থ ইনিংসে ব্যাট করাটা ছিল বেশ কষ্টসাধ্য কাজ। তবে ৪ উইকেট খুইয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় ১০২ রান তুলে ফেলে দক্ষিণ আফ্রিকা। চতুর্থ দিনের শেষে দ্বিতীয় ইনিংসে ৫ উইকেটে ১৮০ রানে দাঁড়িয়েছিল অস্ট্রেলিয়া। ৪১ রানের গুরুত্বপূর্ণ লিডের পাশাপাশি হাতে পাঁচ উইকেট ছিল অসিদের। তবে তাদের একমাত্র ব্যাটসম্যান মিচেল মার্শকে রাবাদা তাঁর দিনের প্রথম ওভারে ফিরিয়েই ম্যাচ প্রোটিয়াদের পক্ষে এনে দেন। সহজেই টেলএন্ডারদেরও ফিরিয়ে ম্যাচ জিততে ১০১ রানের লক্ষ্যমাত্রার সামনে দাঁড়ায় দক্ষিণ আফ্রিকা।

দ্বিতীয় টেস্টে প্রথমে ব্যাট করে ২৪৩ রান তুলেছিল অস্ট্রেলিয়া। জবাবে ব্যাট করতে নেমে এবি ডিভিলিয়ার্সের দুরন্ত অপরাজিত ১২৬ রানের সুবাদে ৩৮২ রান প্রথম ইনিংসে তোলে দক্ষিণ আফ্রিকা। অস্ট্রেলিয়া তাদের দ্বিতীয় ইনিংসে অলআউট হয় ২৩৯ রানে। দুই ইনিংস মিলিয়ে ১১ উইকেট নিয়ে রাবাদা ম্যাচ সেরা হলেও ডিভিলিয়ার্সের ইনিংসও তাঁকে ম্যাচ সেরার দাবিদার করে তুলেছিল। পুরস্কার না পেলেও অধিনায়ক ফাফ ডু প্লেসিসের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা পেয়েছেন এবি। যদিও প্রোটিয়াজ শিবিরে স্বস্তির মাঝেই কিছুটা অস্বস্তি হয়ে দাঁড়িয়েছে রাবাদার শাস্তি। আইসিসির শৃঙ্খলাভঙ্গের লেভেল টু দায়ে অভিযুক্ত হয়েছেন তিনি। যার ফলে বাকি সিরিজে তাঁর খেলা নিয়ে তৈরি হয়েছে ধোঁয়াশা। ফাফ ম্যাচ শেষে জানান, 'চাপের মুখে দল যেভাবে ঘুরে দাঁড়িয়েছে, তা এককথায় দুর্দান্ত। আমলা, এলগার লড়াইটা শুরু করেছিল আর এবি তো প্রতিপক্ষকেই উলটে চাপে ফেলে দিল। যেভাবে ও ব্যাট করেছে, দেখে মনে হচ্ছিল বাকিদের থেকে অন্য পিচে খেলতে নেমেছে। রাবাদাও দারুণ বোলিং করেছে। অস্ট্রেলিয়ার ব্যাটিং লাইনকে থামিয়ে রাখাটা মোটেই সহজ কাজ নয়। তবে ওকে ঘিরে নেওয়ার সিদ্ধান্তটা হতাশাজনক। দলের সেরা খেলোয়াড়কে সঙ্গে রাখতে চাইবে যেকোনো দল। আমরা প্রয়োজনে চ্যালেঞ্জ জানাব সিদ্ধান্তকে।' দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে এই টেস্টে সব বিভাগেই পর্যুদস্ত হয়েছেন বলে জানান স্টিভ স্মিথ। আর অসি দলনায়কের মতে, দু-দলের মধ্যে পার্থক্য গড়ে দিয়েছেন এবি ডিভিলিয়ার্স।

মিতালিহীন ভারতের হার

ভদোদরা, ১২ মার্চ ঃ আইসিসি উওমেন্স চ্যাম্পিয়নশিপে হার দিয়ে শুরু করল ভারত। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে তিন ওডিআই ম্যাচের সিরিজের প্রথমটিতে ৮ উইকেটে হারল ভারত। এদিন কার্যত সব বিভাগেই পর্যুদস্ত হল মিতালি রাজবিহীন ভারতীয় মহিলা দল। শরীর ঠিক না থাকায় মিতালি প্রথম ম্যাচে খেলতে পারেননি। এদিন প্রথমে ব্যাট করতে নেমে ব্যাটিং বিপর্যয়ের মুখে পড়ে ভারত। নির্ধারিত ৫০ ওভারে ২০০ রান তোলে ভারত। পরে ওপেনার নিকোল বোল্টনের (অপরাজিত ১০০) সেঞ্চুরির সুবাদে মাত্র ৩২.১ ওভারেই ২ উইকেট খুইয়ে জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছে যায় অস্ট্রেলিয়া। দিনের শেষে হতাশ অধিনায়িকা হরমনপ্রীত কৌর জানান, 'দিনটা খুব খারাপ গিয়েছে। এদিনের পারফরম্যান্স মোটেই জেতার মতো ছিল না। মিতালির মতো দলের গুরুত্বপূর্ণ খেলোয়াড় না থাকাটাও একটা ফ্যাক্টর। তবে লোয়ার মিডল অর্ডারের ব্যাটহাতে লড়াই এদিনের ইতিবাচক দিক।'

অষ্টম উইকেটে সুষমা ভার্মা (৪১) ও ১৮ বছরের অলরাউন্ডার পূজা বস্ত্রকার (৫১) ৭৬ রানের পার্টনারশিপ না করলে আরও অল্প রানে থেমে যেত ভারতের ইনিংস। ওপেনার পুনম রাউত (৩৭) ছাড়া স্মৃতি মন্ধনা (১২), জেমিমা রডরিগেজ (১), হরমনপ্রীত কৌর (৮), দীপ্তি শর্মা (১৮), বেদা কৃষ্ণমূর্তি (১৬) সকলেই ব্যর্থ হন। ভারতের মাটিতে ভারতীয় ব্যাটসম্যানদেরই নাস্তানাবুদ করে যান অস্ট্রেলিয়ার স্পিন জুটি। বাঁ হাতি জেসে জোনাসেন ৩০ রানে ৪ উইকেট নেন। আর লেগস্পিনার অ্যামান্ডা-জাডে ওয়েলিংটন ৩ উইকেট নেন ২৪ রান দিয়ে। ব্যাট করতে নেমে ম্যাচ সেরা নিকোল বোল্টনের দারুণ ব্যাটিংয়ের সৌজন্যে ৩২.১ ওভারেই জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছে যায় অসিরা।

জয়ী নেতাজি

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১২ মার্চ ঃ মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের প্রথম ডিভিশন ক্রিকেটে সোমবার নেতাজি সুভাষ স্পোর্টিং ক্লাব ৩১ রানে এনবিএসটিসিআরসি-কে হারিয়েছে। তরাই স্কুলের মাঠে নেতাজি টসে হেরে ১৯.২ ওভারে ১১৬ রানে অলআউট হয়। তাদের বি মল্লিক সর্বোচ্চ ৪৪ রান করেন। পবনকুমার শা-র অবদান ১২। সানু প্রসাদ ২৫ ও মনোজিৎ সরকার ২৬ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট। জবাবে এনবিএসটিসিআরসি ১৭.৫ ওভারে ৮৫ রানে গুটিয়ে যায়। তাদের পঙ্কজ রায় সর্বোচ্চ ২৬ রান করেন। মনোজ সরকার রেখে আসেন ১৯। অমর মল্লিক ২১ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট। ভালো বোলিং করেন সৌরভ ঝা-ও (৯-২)। মঙ্গলবার খেলবে সুভাষ স্পোর্টিং ক্লাব ও এনআরআই।

সাইয়ের শিবির

ফালাকাটা, ১২ মার্চ ঃ আলিপুরদুয়ার জেলায় অ্যাথলিট ও ফুটবলার বাছাইয়ের জন্য স্পোর্টস অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার (সাই) শিবির সোমবার ফালাকাটার রাইচেঙ্গা বিদ্যানিকেতনের মাঠে অনুষ্ঠিত হল। সাইয়ের অ্যাথলিট কোচ এন নন্দী ও ফুটবল কোচ মোহিত ভাটিয়া জানিয়েছেন, জেলার বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ৩৭জন অ্যাথলিট ও ১৫ জন ফুটবলার অংশ নিয়েছিল। চূড়ান্ত পর্বে বাছাই অ্যাথলিটরা আবাসিক শিবিরে প্রশিক্ষণের সুযোগ পাবে।

ইস্টবেঙ্গলে থাকলেন খালিদ, জুড়ে দেওয়া হল সুভাষকে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১২ মার্চ ঃ লম্বা আলাপ আলোচনার পরে কোচ হিসেবে থেকে গেলেন খালিদ জামিলই। তবে তাঁর ডানা ছেঁটে সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হল সুভাষ ভৌমিককে। ২০০৯-এর পরে আবার ইস্টবেঙ্গলে ফিরতে চলেছেন লাল-হলুদের একদা সফল কোচ। টেকনিকালি তাঁকে কোচ বলা না হলেও খালিদের সঙ্গে সমমর্যাদা পাচ্ছেন সুভাষ। যদিও আই লিগ সিইও সুনন্দ ধরের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, সুপার কাপে নিয়মে শিথিলতা রয়েছে। এখান থেকে চ্যাম্পিয়ন দল এসিএল বা এএফসি কাপে খেলার জন্য যোগ্যতা অর্জন করবে না।

গতরাত পর্যন্ত পরিস্থিতি যা ছিল, তা থেকে হঠাৎই এদিন সকালে একশো আশি ডিগ্রি ঘুরে যায় মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের এক চিঠিতে। তিনি হঠাৎই চিঠি দিয়ে সরে দাঁড়াবার ইচ্ছাপ্রকাশ করেন। এমনকি ক্লাবের দেওয়া তাঁকে যে সাম্মানিক চেক দেওয়া হয়েছিল, সেটাও তিনি ফিরিয়ে দেন। চিঠি দিয়ে তাঁর বক্তব্য, 'আমাকে ক্লাব যে দায়িত্ব দিয়েছিল, তা আমি পালন করতে পারিনি। ভবিষ্যতে ক্লাবের যেকোনো কাজে আমি থাকব। কিন্তু এই মুহূর্তে দলের সঙ্গে আর থাকতে চাই না।' মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য এদিন থেকে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের কোনো পদেই থাকলেন না। মনোরঞ্জনকে রাখা যাবে না বুঝেই তখনই আলোচনায় উঠে আসে সুভাষের নাম। তাঁর সঙ্গে সুদীপ চক্রবর্তীকে জুড়ে দিলে যে দলের নিয়ন্ত্রণ পুরোপুরি আশিয়ানজয়ী কোচের হাতে চলে যাবে এটাও বুঝতে পারছিলেন ক্লাবকর্তারা। তাই খালিদকেও একইসঙ্গে সমমর্যাদা দিয়ে রেখে দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়। সুভাষের নাম প্রস্তাব করেন ক্লাব সভাপতি ডাঃ প্রণব দাশগুপ্ত। যাঁর কাছ থেকে তীব্র বিরোধিতা আসবে বলে আশঙ্কা করা হয়েছিল, সেই ক্লাবসচিব কল্যাণ মজুমদার প্রস্তাব মেনে নেওয়ায় আর সুভাষকে ফেরাতে কোনো সমস্যা হয়নি কার্যকরী কমিটির। সভার আগেই বিকেল নাগাদ ফোন যায় খালিদ জামিলের কাছে। তাঁকে জানিয়ে দেওয়া হয়, খালিদ যদি সুভাষের সঙ্গে কাজ করতে পারেন তাহলেই তাঁকে রাখা হবে, নাহলে নয়। যা দ্রুত মেনে নেন ইস্টবেঙ্গলের বর্তমান কোচ। অপরদিকে, সুভাষের সঙ্গে কথা বলার সময় প্রাথমিকভাবে তাঁর মধ্যে দ্বিধা ছিল। বলেন, 'আমাকে মাত্র দু-ম্যাচের জন্য নেওয়া হল!' পরে তিনি দেবব্রত সরকারের ফোন পেয়ে জানান, 'আমাকে নীতু ফোন করেছিল। ইস্টবেঙ্গলের প্রস্তাব পেয়েছি। সেই প্রস্তাব গ্রহণ করলাম। তবে এবার ক্লাব ও খালিদ জামিলের সঙ্গে বসে জানতে হবে, আমার দায়িত্ব কি কি।' ক্লাবসচিব কল্যাণ মজুমদার জানান, 'দলের পারফরম্যান্সে কোচ-ফুটবলারদের সমান দায় আছে। তবু আমরা খালিদকে একটা সুযোগ দিচ্ছি। ওর সঙ্গে যুগ্মভাবে কোচের দায়িত্বে থাকছেন সুভাষ ভৌমিক। যা আমরা খালিদকে জানিয়েও দিয়েছি।' তাঁকে যখন বারবার প্রশ্ন করা হয়, টেকনিকালি সুভাষ কি কোচ হিসেবে নিযুক্ত হতে পারেন, কল্যাণ তখন জোর দিয়েই বলেন, 'আমরা এভাবেই নিয়োগ করছি।' যদিও পরে ক্লাবের অন্যতম শীর্ষকর্তা দেবব্রত সরকার বলেন, 'টেকনিকালি সচিবের বোঝাতে ভুল হয়েছে। সুভাষকে টিডি করা হয়েছে।' তিনি সচিবের সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করে আরও বলেন, 'খালিদ এবং সুভাষ দুজনেই নাকি জানেন না বিষয়টি। তাই দুজনের একজনও যদিও যুগ্মভাবে কাজ করার প্রস্তাব অগ্রাহ্য করেন, তাহলে তাঁকে বাদ দিয়ে অন্য কারোর কথা ভাবা হবে। আপাতত দুজনকেই সুপার কাপের জন্য দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। সভাপতি, সচিব, সহসচিব এবং ফুটবল সচিব- এঁদের পারফরম্যান্স দেখে আলোচনার মাধ্যমে পরের মরশুমের ব্যাপারে ভাবা হবে।' এদিন ক্লাবে শতখানেক সমর্থক জমা হলেও তাঁরা বিক্ষোভ দেখাননি।

সুভাষ ভৌমিক।

অভিমন্যুর প্রশংসা

সানরাইজার্সের সাফল্য দেখছেন লক্ষ্মণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১২ মার্চ ঃ ভিশনের শিবির শুরু হল আজ। প্রায় চার মাস পরে ভিভিএস লক্ষ্মণের ক্লাসে হাজির হলেন বাংলার ব্যাটসম্যানরা। অভিষেক রমন, অভিমন্যু ঈশ্বরন থেকে শুরু করে ঋত্বিক চট্টোপাধ্যায়-বাংলার প্রায় সব ব্যাটসম্যানই আজ হাজির ছিলেন ভিভিএসের ক্লাসে। বাংলার ব্যাটসম্যানদের প্রতিটা প্রশ্নের জবাব দেওয়ার পাশে তাঁদের হাতকলমে দেখিয়েও দিলেন সবকিছু। পরে সল্টলেকের যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে লক্ষ্মণ জানিয়েছেন, 'বাংলা ক্রিকেটে প্রতিভার অভাব নেই। হয়তো বাংলা এই মরশুমে সর্বভারতীয় কোনো প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয়নি। কিন্তু দলের তরুণ ক্রিকেটাররা ভালো পারফর্ম করে নজর কেড়েছেন। আমি নিশ্চিত, আগামীদিনেও বাংলার ক্রিকেটাররা ভালো ফল করবে।' আলাদা করে তরুণ ক্রিকেটারদের নিয়ে বলতে গিয়ে অভিমন্যু ঈশ্বরনের কথা টেনেছেন ভিভিএস। বলেছেন, 'এবারের মরশুমে সব ফর্মাটেই ভালো করেছে ও। চারদিনের ক্রিকেটে ও আগেই প্রতিভার পরিচয় দিয়েছিল। এবার তো রনজি ওয়ান ডে, দেওধর-সবেতেই ভালো করেছে। ওর সঙ্গে অভিষেক রমনের কথাও আলাদা করে বলব। ঋত্বিকও এবার ভালো করেছে।' দীর্ঘদিন বাংলা রনজি জেতেনি। কীভাবে সম্ভব রনজি জেতা? লক্ষ্মণ বলছেন, 'রনজি জিততে হলে একটা দলের ৬-৭ জন ক্রিকেটারকে ধারাবাহিকভাবে ভালো করতে হবে। এই বাংলা দলে সেটা করে দেখানোর মতো ক্রিকেটার রয়েছেন। একটু অপেক্ষা করতে হবে।'

আর কয়েকদিনের মধ্যেই শুরু হচ্ছে আইপিএল। লক্ষ্মণ সানরাইজার্স হায়দরাবাদের সঙ্গে জড়িয়ে। একাদশ আইপিএলে ফেভারিট কারা? একটু ভেবে লক্ষ্মণ বলছেন, 'টি২০ ক্রিকেটে আগাম কাউকে ফেভারিট বলা কঠিন। তবে আমি দায়িত্ব নিয়ে বলছি, গত কয়েক বছরের মতো সানরাইজার্স হায়দরাবাদও এবার ভালোই করবে। দলটা অন্যতম ফেভারিট। তবে টি২০ ফর্মাটে অনেক দলই ফেভারিট। তাই খেতাব কারা জিতবে, এটা বলা কঠিন।'

সুপার কাপে সহজ প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে শুরু করবে দুই প্রধান

নয়াদিল্লি, ১২ মার্চ ঃ তুলনামূলক সহজ প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে সুপার কাপের অভিযান শুরু করবে কলকাতার দুই প্রধান। মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গলের প্রথম ম্যাচে প্রতিপক্ষ হবে কোয়ালিফায়ারে জেতা দল। যে কোয়ালিফায়ারে খেলছে আই লিগ ও আইএসএলের শেষ চারটি দল। ৫ এপ্রিল ইস্টবেঙ্গলের প্রথম ম্যাচে প্রতিপক্ষ হবে মুম্বই সিটি এফসি ও ইন্ডিয়ান অ্যারোজ ম্যাচের বিজয়ীরা। আর মোহনবাগান ১ এপ্রিল খেলবে দিল্লি ডায়নামোজ ও চার্চিল ব্রাদার্সের ম্যাচে জয়ী দলের বিরুদ্ধে। সোমবার দুপুরে ফুটবল হাউসে আয়োজিত হয় সুপার কাপের মূলপর্বের ড্র। সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের প্রায় সব কর্তাই উপস্থিত ছিলেন ড্র'তে। ভুবনেশ্বরের কলিঙ্গ স্টেডিয়ামে ৩১ মার্চ থেকে শুরু হতে চলেছে উদ্‌বোধনী সুপার কাপের মূলপর্ব। ফাইনাল হবে ২০ এপ্রিল। যেখানে আই লিগ ও আইএসএলের লিগ টেবিলে প্রথম ছ'টি স্থানে থাকা দলগুলি সরাসরি স্থান পেয়েছে। বাকি চারটি স্থানের জন্য কোয়ালিফায়ারে খেলছে দুই লিগের শেষ চারটি স্থানে থাকা দলগুলি। ১৫ ও ১৬ মার্চ হবে কোয়ালিফায়ারের চারটি ম্যাচ।

মূলপর্বের ড্র

৩১ মার্চ ঃ চেন্নাইয়ান এফসি বনাম আইজল এফসি

১ এপ্রিল ঃ বেঙ্গালুরু এফসি বনাম কোয়ালিফায়ার ২ বিজয়ী

(কোয়ালিফায়ার ২ – নর্থইস্ট ইউনাইটেড বনাম গোকুলাম কেরালা এফসি)

১ এপ্রিল ঃ মোহনবাগান বনাম কোয়ালিফায়ার ১ বিজয়ী

(কোয়ালিফায়ার ১ – দিল্লি ডায়নামোজ বনাম চার্চিল ব্রাদার্স)

২ এপ্রিল ঃ মিনার্ভা পাঞ্জাব বনাম জামশেদপুর এফসি

৩ এপ্রিল ঃ এফসি গোয়া বনাম কোয়ালিফায়ার ৪ বিজয়ী

(কোয়ালিফায়ার ৪–এটিকে বনাম চেন্নাই সিটি এফসি)

৪ এপ্রিল ঃ এফসি পুনে সিটি বনাম শিলং লাজং

৫ এপ্রিল ঃ ইস্টবেঙ্গল বনাম কোয়ালিফায়ার ৩ বিজয়ী

(কোয়ালিফায়ার ৩ –মুম্বই সিটি এফসি বনাম ইন্ডিয়ান অ্যারোজ)

৬ এপ্রিল ঃ নেরোকা এফসি বনাম কেরালা ব্লাস্টার্স

কোয়ার্টার ফাইনালের এখনও দিন ঘোষণা হয়নি। ১৬ ও ১৭ এপ্রিল দুটি সেমিফাইনাল ও ২০ এপ্রিল সুপার কাপের ফাইনাল।

আইএসএলে আজ

দ্বিতীয় সেমিফাইনাল, দ্বিতীয় লেগ

চেন্নাইয়ান এফসি বনাম এফসি গোয়া

সময় ঃ রাত ৮টা, **স্থান ঃ** জওহরলাল নেহরু স্টেডিয়াম, চেন্নাই

'অবিশ্বাস্য' সুনীল ছেত্রী

হরিপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

আই লিগের ইতিহাসে ভারতীয় ফুটবলারদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ৯৩ গোল করেছেন তিনি। আইএসএলেও ভারতীয়দের মধ্যে সফলতম খেলোয়াড় সেই তিনিই-ভারতীয় ক্যাপটেন সুনীল ছেত্রী। এবারের আইএসএলে ফাইনাল ম্যাচ বাকি থাকতেই সুনীল ১৩ গোল করে ফেলেছেন। একটি আইএসএলে একজন ভারতীয় খেলোয়াড় ১৩ গোল করতে পারেন, এটা কেউ ভাবতেই পারেনি। সঙ্গে আবার হ্যাটট্রিকও। রবিবার দ্বিতীয় সেমিফাইনালে পুনের বিপক্ষে হ্যাটট্রিক করে তাঁর দল বেঙ্গালুরুকে আবির্ভাবেই আইএসএলের ফাইনালে তুলে এনেছেন সুনীল। আইএসএলে এটা তাঁর দ্বিতীয় হ্যাটট্রিক। প্রথম হ্যাটট্রিকটি করেন মুম্বইয়ের হয়ে ২০১৫-র ২৮ অক্টোবর নর্থ-ইস্টের বিপক্ষে। বলার কথা, সুনীলের দুটি হ্যাটট্রিক ছাড়া আইএসএলে ভারতীয়দের মধ্যে আর মাত্র একটি হ্যাটট্রিক রয়েছে। সেটা করেছেন তাঁর এখনকার বেঙ্গালুরু দলের সতীর্থ হাওকিপ। হাওকিপও এফসি গোয়ার হয়ে ২০১৫-র দ্বিতীয় আইএসএলেই এই হ্যাটট্রিকটি করেন মুম্বইয়ের বিপক্ষে। সুনীলের এবারের করা ১৩ গোলের পরে একটি আইএসএলে ভারতীয়দের পক্ষে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ গোলদাতা হলেন জেজে লালপেখলুয়া। এবারের আইএসএলেই জেজে সাতটি গোল করেছেন, যা সুনীলের প্রায় অর্ধেক।

সুপার কাপে নেই মিনার্ভা এফসি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১২ মার্চ ঃ উদ্‌বোধনী সুপার কাপে থাকছে না ২০১৭-১৮ মরশুমের আই লিগ চ্যাম্পিয়ন মিনার্ভা পাঞ্জাব এফসি। সোমবার সন্ধ্যায় তারা ফেডারেশনকে মেল করে জানিয়ে দিয়েছে, তারা এবার সুপার কাপে খেলবে না। নিয়ম অনুযায়ী ক্লাবগুলিকেই থাকা, খাওয়া ও যাতায়াতের খরচ বহন করতে হবে। তারা সেই খরচ বহনে অপারগ বলেই জানায় মিনার্ভা। চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পুরস্কারমূল্য ১ কোটি টাকা তারা যে পায়নি, একথাও বলা হয়েছে মিনার্ভার তরফে। মিনার্ভার এই ঘোষণায় ২ এপ্রিল সুপার কাপে তাদের প্রতিপক্ষ জামশেদপুর এফসি-র ওয়াকওভার পাওয়া নিশ্চিত। যদিও ফেডারেশনের তরফে এখনও কোনো ঘোষণা পাওয়া যায়নি।

পয়েন্ট ভাগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১২ মার্চ ঃ মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের সুপার ডিভিশন ক্রিকেট লিগে সোমবার অগ্রগামী সংঘ ও দেশবন্ধু স্পোর্টিং ইউনিয়নের ম্যাচ বৃষ্টির কারণে পরিত্যক্ত হয়। উভয় দলকে পয়েন্ট ভাগ করে দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে, রবিবার জিটিএসসি ডাকওয়ার্থ-লুইস নিয়মে ২ রানে নকশালবাড়ির ইউনাইটেড ক্লাবকে হারিয়েছে। উত্তরায়ণ মাঠে টসে জিতে জিটিএসসি ৪২ ওভারে ৮ উইকেটে ১৭৯ রান তোলে। তাদের নবাঙ্কুর ঘোষ সর্বোচ্চ ৫৫ রান করেন। রোহিত আগরওয়াল ২৬ রানে অপরাজিত থাকেন। শংকর মল্লিক ২৪ রানে নেন ২ উইকেট। জবাবে ইউনাইটেড ২৮ ওভারে ৫ উইকেটে ১১৭ রান তোলার পর বৃষ্টি নামলে আর খেলা শুরু করা যায়নি। পরে ডাকওয়ার্থ-লুইস নিয়মে জিটিএসসি-কে জয়ী ঘোষণা করা হয়। ২৮ ওভারে জিটিএসসি-র রান ছিল ১১৯। বুধবার জিটিএসসি-র বিরুদ্ধে খেলবে দেশবন্ধু।

পোগবা অস্বস্তির মাঝেই আজ ম্যান ইউয়ের মরণবাঁচন সেভিয়া ম্যাচ

ম্যাঞ্চেস্টার, ১২ মার্চ ঃ চ্যাম্পিয়ন্স লিগে রাউন্ড অফ ১৬-য় প্রথম পর্বে ছিলেন না অজানা কারণে। যদিও সেভিয়ার মাঠে ম্যাচ শুরুর কিছুক্ষণের মধ্যেই অ্যান্ডার হেরেইরার চোটের জেরে পল পোগবাকে নামাতে বাধ্য হয়েছিলেন হোসে মোরিনহো। ওল্ড ট্রাফোর্ডে সেভিয়ার বিরুদ্ধে দ্বিতীয় লেগের ম্যাচের আগেও ইউনাইটেডে পোগবা অস্বস্তি অব্যাহত। ম্যাচের আগের দিন অনুশীলনে দেখা যায়নি তাঁকে। টিম সূত্রে জানানো হয়েছে, শুক্রবার অনুশীলনের সময় চোট পেয়েছিলেন তিনি। তার জেরে লিভারপুল ম্যাচেও খেলা হয়নি ফরাসি এই মিডফিল্ডারের। পোগবার চোট সম্পর্কে নিজস্ব স্টাইলে ইউনাইটেড কোচ হোসে মোরিনহো জানিয়েছেন,

পল পোগবা।

'ঠিক জানি না। আপাতত গিয়ে পোগবার সঙ্গে কথা বলেই বুঝতে পারব ওর অবস্থা। আপশোশ হচ্ছে, মিনিটখানেক আগে অনুশীলন থামালে হয়তো চোট পেত না ও।' মোরিনহো এদিন অনুশীলনে যদিও ফিরিয়েছেন অ্যান্টনি মার্শিয়াল, জ্লাটান ইব্রাহিমোভিচকে। ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে শেষ ম্যাচে লিভারপুলকে ২-১ ফলে হারালেও সেই ম্যাচকে তেমন গুরুত্ব দিচ্ছেন না মোরিনহো। তাঁর সাফ কথা, খেতাবের প্রেক্ষিতে লিভারপুল ম্যাচটা প্রায় গুরুত্বহীন ছিল। উল্লেখ্য, ভারতীয় সময় মঙ্গলবার গভীর রাতে সেভিয়ার বিরুদ্ধে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে রাউন্ড অফ ১৬-য় দ্বিতীয় লেগের ম্যাচে খেলতে নামবে ইউনাইটেড। কিছুদিনের মধ্যে রয়েছে ব্রিটেনের বিরুদ্ধে এফএ কাপে কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচ। তাই এই দুটি ম্যাচকেই বাড়তি প্রাধান্য দিয়ে মোরিনহোর সাফ কথা, 'সেভিয়া ও ব্রিটেন ম্যাচ লিভারপুলের বিরুদ্ধে ম্যাচের থেকেও গুরুত্বপূর্ণ। ইপিএলে এখনও আট ম্যাচ বাকি। তবে সেভিয়া ও ব্রিটেনের বিরুদ্ধে ম্যাচগুলো আমাদের কাছে মরণবাঁচন লড়াই। তাই আগামী দুই ম্যাচ দলের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ।' প্রসঙ্গত, চ্যাম্পিয়ন্স লিগের রাউন্ড অফ ১৬ প্রথম পর্বে সেভিয়ার বিরুদ্ধে অ্যাওয়ে ম্যাচে ০-০ ড্র করেছিল ইউনাইটেড। সেই ম্যাচে ডেভিড দে গিয়ার অনবদ্য গোলকিপিংয়ের সুবাদে ম্যাচ ড্র রাখতে পেরেছিল ইংলিশ জায়ান্টরা। এবার দেখার, ঘরের মাঠে স্প্যানিশ প্রতিপক্ষকে মোরিনহোর দল হারাতে পারে কি না।